Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : XI February, 2015 ফাল্গুন ১৪২১, বার্ষিক মূল্য-১০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

জয়তু নেতাজী

লহ প্রণাম

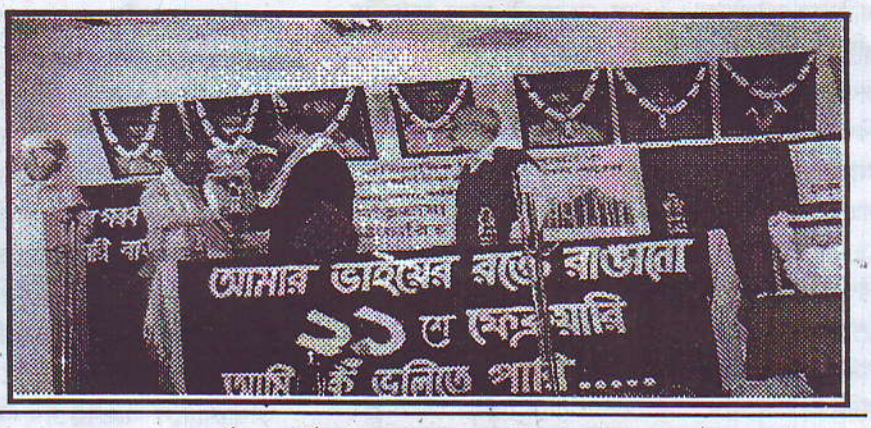

আমাদের সংস্থা কর্তৃক আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস
(২০১৪) উৎযাপন

ভাষা দিবস

স্নেহাংশু চাকদার

২১শে ফেব্রুয়ারী আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস। অখণ্ড ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এবং ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হয় একটি পূর্ব পাকিস্তান অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা, কিন্তু তখনকার রাষ্ট্র নায়কগণ উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেয়। তখন থেকেই বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাধে।

তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারী ঢাকার বার লাইব্রেরীতে তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মৌলনা ভাসানীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। সেই সময় শেখ মুজিবর রহমান বিনা বিচারে কারাগারে আটক ছিলেন।

এই সর্বদলীয় কমিটি তাদের প্রথম বৈঠকেই ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস ঘোষণা করে সমগ্র পূর্ব বাংলাব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও জনসভার আহ্বান জানান। যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শত শত কর্মী 'ভাষা দিবস' কে সফল করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। সারা বাংলা পোষ্টার ও প্রচারপত্রে ছেয়ে দেয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে বলেই আওয়ামীলীগ সভাপতি মৌলনা ভাসানীর প্রস্তাবক্রমে এই দিনটিকে ভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হল। তখন শেরে বাংলা এক ফজলুল হক প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে ঢাকা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে রাজনৈতিক নির্বাসনের জীবন যাপন করেছিলেন।

তৎকালীন মুসলীমলীগ সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আকস্মিকভাবে ঢাকা শহরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। ঐ দিন বিকাল ৩টার সময়ে মধুর রেস্তোরায় বসে ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তৈরী

করছিলেন তখন সরকারের পক্ষ থেকে মাইকযোগে ১৪৪ ধারা জারি ঘোষণা শুনে ছাত্ররা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। তখনই তারা ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা মেনে নেওয়া হবে না।

১৯৫২ সালের আন্দোলন কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, এ আন্দোলন ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত হরতাল প্রত্যাহার করায় ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি শুরু হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সকাল থেকে সহস্র পুলিশ আস্তানা গড়লো। সঙ্গে স্পেশাল টিয়ার গ্যাস স্কোয়াড। বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ ঢাকার শহরতলী থেকে স্কুলের ছাত্ররা ছোটো ছোটো মিছিল এসে জমায়েত হতে শুরু করলো বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন চত্বরে। তারপর কলেজের ছাত্ররা শোভাযাত্রা শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ তখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারি এসব ছাত্র মিছিলগুলোতে শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেওয়া যাবে কিনা। মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র বন্যার জলের মত সভাস্থলে হাজির হলেন। চারিদিকে মুহু র্মুহু শুধু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে মুখরিত। বিভিন্ন জায়গায় মিছিলের উপর বর্বর আক্রমণ শুরু হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিলে গুলি ও গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। পাকিস্তানী শাসকদের পুলিশ বাহিনী সেদিন হত্যা করে ছিলেন আমাদের ভাই আবুল বরকত, শফিকুর রহমান, রফিকউদ্দিন আহম্মদ, আব্দুল জব্বার, আব্দুল সালাম সহ নাম না জানা আরও অনেককে।

আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। অনেক ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি। বাংলা ভাষার আতুর ঘর বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘ বাংলাদেশের ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আসুন আমরা সবাই এই মহান দিনটিকে স্মরণ করি...

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারী"
আমি কি ভুলতে পারি।"

ডায়াবেটিস ঃ এক দ্রুত -বর্ধমান বিশ্বব্যাপী মহামারী

অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল সহ সভাপতি, বেথুন ইনস্টিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

সারা বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডায়াবেটিসের কারণে মৃত্যুহারও বাড়ছে, বাড়ছে তজ্জনিত সামাজিক সমস্যা। সমস্যাটির ব্যাপকতা ও গুরুত্ব বোঝাতে ও বুঝতে নিম্নোক্ত কিছু তথ্য সহায়ক হবে।

● ২০১০ সালে বিশ্বে আনুমানিক সংখ্যা ২৮৫ মিলিয়ন বা মোট জনসংখ্যার ৬.৪ শতাংশ মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগেছেন। ২০৩০ সালে এই সংখ্যা ৪৩৯ মিলিয়নে পৌঁছাবে।

● সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের কেবল অর্ধাংশের রোগ নির্ণয় হয়।

● উন্নয়নশীল দেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ৯৫শতাংশ টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগী। টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের অনেকের ডায়াবেটিসজনিত অসুস্থতা বুঝতে অনেক দেরী হয় এবং তাদের এক বড় অংশ যতদিনে ডাক্তারের কাছে যায়, (আমাদের দেশে তো দারিদ্র ও আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় অসম্ভব) ততদিনে রোগ শরীরের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে।

● আয়ুবৃদ্ধি ছাড়াও শারীরিক শ্রমহীন পেশা, পরিশ্রম বিমুক্ত জীবনযাত্রা, ব্যায়ামে অনীহা, অতিভোজন, স্থূলতা ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ।

● রোগটি শুধু 'ক্রনিক' নয়, সারাজীবনের সঙ্গী এবং সব সময়েই বহুবিধ বাড়তি সমস্যা সৃষ্টির প্রবণতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই এ রোগের ম্যানেজমেন্ট ডাক্তারের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়, রোগীর সক্রিয় সহায়তা ছাড়া অসম্ভব।

● ডায়াবেটিস একটি জীবনব্যাপী বড় মাপের ব্যয়সাপেক্ষ অসুখ। রোগী নিজের অনন্ত দুর্ভোগে তো ভুগছেনই, বাড়তি মানসিক কষ্ট পরবর্তী প্রজন্মকে নিজের রোগের উত্তরাধিকার দিয়ে যাওয়া নিয়ে। বংশধররা যদি পূর্বপ্রজন্মকে এ বিষয়ে অভিযুক্ত করে তাদের দোষ দেওয়া যাবে?

● সুখের কথা, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা যায় এবং অবশ্যই নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা যায়।

● এই রোগের প্রতিরোধ, নির্ণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও সার্বিক ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ সব বিষয়ে রোগীর সহযোগিতা অপরিহার্যভাবেই দরকার।

● গরীব দেশের বিভ্রান্ত সরকার সাধারণ মানুষকে বিশেষ সাহায্য দিতে পারবে না ধরে নিয়েই আমাদের গরীব মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই।

● সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিসকে খর্ব করার লড়াই চলছে। আমরা সবাই সে লড়াইতে সামিল হব।

জানুন কাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি ও ডায়াবেটিস হলে বাড়তি কি কি সমস্যা হতে পারে। স্থূলতা (Obesity), অস্বাভাবিক বা অত্যাধিক ওজন বৃদ্ধি (Overweight)। বেশি বয়স, বংশগতি, জাতিগত প্রবণতা (Race), উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল সংক্রান্ত গোলমাল (High Triglycerides and / or low HDL Cholesterol), জরায়ুর অভ্যন্তরে কিছু অস্বাভাবিক পরিবেশ (non-optimal intrauterine environment), এমনকি কিছু ভাইরাসের আক্রমণেও ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। বারো ঘন্টা উপবাসের পর কারও রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ (Fasting Blood Sugar / Glucose) যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই অবস্থাকে প্রি-ডায়াবেটিস (Pre-diabetes) বলা হয়। ডায়াবেটিস হলে এবং তা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে ডায়াবেটিসজনিত কিডনির সমস্যা (Nephropathy), স্নায়ুর সমস্যা (Neuropathy), রেটিনার সমস্যা (Retinopathy) এবং হৃদযন্ত্রের ও রক্ত-সংবহন তন্ত্রের অসুখ (Cardiovascular Diseases) হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। আপনি যদি কায়িক পরিশ্রম না করেন এবং বয়স ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব হয় তাহলে কোন কষ্ট অনুভব না করলেও আপনার প্রি-ডায়াবেটিস হয়ে থাকতেই পারে তাই অন্তত ১ বার এবং বংশে কারও ডায়াবেটিস থাকলে, রক্তচাপ বাড়লে কোলেস্টেরল সংক্রান্ত গোলমাল হলে, ফোঁড়া-কাটা ঘা সারতে অস্বাভাবিক দেরী হলে, শিরা বা ধমনীর সমস্যা হলে, গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হলে, জন্মকালে আপনার শিশুর ওজন ৪.৫ কেজির বেশি হলে পলিসিস্টিক ওভারী হয়ে থাকলে অবশ্যই তিন বছর পর রক্ত পরীক্ষা করাবেন। দৈনিক অন্তত আধ ঘন্টা ব্যায়াম করবেন। খাদ্য সংগ্রহে সংযম পালন করবেন যাতে শরীরের ওজন স্বাভাবিক সীমায় থাকে।

রোগ প্রতিরোধে আমাদের একমাত্র কিন্তু জবরদস্ত হাতিয়ার 'সচেতনতা সৃষ্টি'। ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা থাকলে সতর্ক থাকুন। হলে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন। নিজে সচেতন হোন, অন্যদের সচেতন হতে সাহায্য করুন।

স্বামী বিবেকানন্দ আজও প্রাসঙ্গিক

ডক্টর কমল নন্দী

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর-

চরিত্রের পাদপীঠের তিনটি মূল পাদস্তম্ভ হ'ল- তিনটি 'প'- প্রেম,পবিত্রতা ও পরার্থপরতা। স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে যুবকদের আহ্বান করলেন -'চরিত্রবান হও, আত্মজ্ঞান লাভ কর আর পরহিতায় আত্মবলিদান কর।' আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 'ভবরোগহর' বৈদ্য বলি, কিন্তু বৈদ্যের বাটিকাটি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের হাতে। তিনি ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো শহরে ধর্মমহাসম্মেলনে ভবরোগের নিদান নির্দেশ করলেন — 'সহায়তা-আর সংঘর্ষ নয়, আত্মীয়করণ-ধ্বংস নয়, সংহতি ও শান্তি - আর বিবাদ নয়' ("Help and not fight, Assimilation and not Destruction, Harmony and Peace not Dissension")।

স্বামী বিবেকানন্দের মূল লক্ষ্য ছিল-সমগ্র বিশ্ববাসীর আত্মিক উন্নয়ন, যার পরিণতি হ'ল বিশ্বশান্তি ও সৌহার্দ্য। কারণ আত্মিক উন্নয়নের চর্চা ছাড়া শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশের মধ্য দিয়েই স্নিগ্ধ শান্তির বাতাবরণে মানবসভ্যতা ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলবে। তাই তিনি বিশ্ববাসীকে জানালেন "Each soul is potentially divine"- মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের আশ্বাসে তিনি আমাদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দিলেন এবং হৃদয়ে উপলব্ধ এই মহাসত্যকে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য তিনি বিশ্বমঞ্চে ঘোষণা করলেন।

যদিও চিন্তার জগতে এই যুগান্তকারী বিপ্লবেরও চোদ্দ বছর পরেও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কিপলিং-এর (Rudyard Kipling) (১৮৬৫-১৯৩৬) মতো নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চিন্তাশীল মণীষী ঘোষণা করলেন "East is east and

West is west. The twin shall never meet"- প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে, পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই থাকবে — এরা কখনোই মিলিত হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান ক'রে মাদ্রাজে বক্তৃতায় ভারতবাসীর উদ্দেশে সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, যার তাৎপর্য হ'ল— সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজনে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুই পৃথক ধারার মিলনের প্রয়োজন পরস্পরের স্বার্থে, সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার প্রবাহকে বহমান রাখবার তাগিদে। বিশ্বের ইতিহাসে নীরব নিরুৎসবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল মহামিলনের পুণ্যঘটটি। সমকালীন ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে দুই ভিন্ন জীবনদর্শনের ভগীরথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

যোগাযোগ - বিজ্ঞানের এক মহাবিস্ময়কর বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীটা একটা ছোট্ট গ্রামে পরিণত হ'তে চলেছে। এ ঘরে যা ঘটে, ও ঘরে তা প্রায় সেই মুহূর্তেই প্রতিধ্বনিত হয়। আফ্রিকার ব্যথায় আজ সকলে কাতর। মনুষ্যত্বের চরম অবমাননাকর পরিস্থিতি অতীতে কাঁদিয়েছিল আব্রাহাম লিঙ্কনকে (১৮০৯-১৮৬৫)। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদের তিনি মুক্তি ঘোষণা করেছিলেন

ক্রমশ ঃ

আলোক অভিসার

মৃণাল দত্ত

সভ্যতার আদিকাণ্ডে মানুষের মন
বিশ্বাসে ছিল স্থির, অকম্পিত বৃক্ষপত্রের মতো
প্রকৃতির যা কিছু গোচর অক্ষিতারায়
প্রতিদিন প্রতিরাত জোয়ার ভাঁটার পৃথিবী
পূর্ণ করেছে তার জ্ঞান ভান্ডার।
পরিবর্তনের নিয়ত স্রোতে
যুক্তি শৃঙ্খলার অবিরাম দ্বন্দ্বে
বিজ্ঞানী বুদ্ধি পুষ্ট করেছে তার মেধা
অন্বেষণে খুঁজে পায় উন্মেষের নেপথ্য সংবাদ।
ঈশ্বর নয় কনাই আসল সত্য
অনলস অধ্যায়নে উন্মোচিত বুঝি
রহস্যঘেরা জীবনের কৃষ্ণ গহ্বর।।

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশাকরি সকলে কুশলে আছেন। বর্তমানে আমরা এক অস্থির ও অশুভ সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। সবাই অধৈর্য্য, প্রায় সবার মধ্যে সহনশীলতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। টালিগঞ্জের অশীতিপর প্রবীণ রণেন্দ্র রায় (৮৭) সত্তরোর্ধ প্রবীণ সুমন ঘোষকে (৭৫) ছুরিকাঘাতে খুন করে অবলীলায় বলেন 'একেবারে খতম করে দিয়েছি। আমার উপরে অত্যাচার'। উভয়ই উভয়ের অতি পরিচিত। দুপুরে সুমন বাবু খেতে বসলে সামান্য বচসার জেরে আচমকা রণেন্দ্র বাবু রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে তাকে বুকে পেটে কোপাতে থাকেন ... তাতে সুমন বাবু মারা যান। এটি একটি বিরলতম ঘটনা।

বরেণ্য প্রবীণ বাচিক শিল্পী শ্রী পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ শব্দদূষণের প্রতিবাদ করায় তাঁদের ফ্ল্যাটটি আক্রান্ত হয়। থানায় যোগাযোগ করেও সময়মত পুলিশের সাহায্য পান নি।

হাওড়ার সালকিয়াতে সরস্বতী ভাসানের শোভাযাত্রা দেখতে আসা তরুণীদের প্রতি কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অভব্য আচরণের প্রতিবাদ করে যুবক অরূপ ভান্ডারী ও অভিজিৎ বসু। পুরস্কার স্বরূপ তাদের প্রচন্ড মারধর করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেদিনই অরূপ কোমায় চলে যায়। এর ছয়দিন পরে সে মারা যায়। প্রথমে অভিযোগ নেয়নি পুলিশ। পথ অবরোধের পর মামলা দায়ের হয়। এখানে বর্ণিত দুটি ঘটনাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত। দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনা হয়েছে। বীরভূমের পাড়ুইয়ের সাত্তোরে অভিযুক্তকে না পেয়ে তার কাকীমার উপর পুলিশের নির্যাতনও সংবাদ মাধ্যমে বহুল প্রচারিত। প্রশ্ন হচ্ছে সমাজের রক্ষকদের মধ্যেও কেন এই নিষ্ক্রিয়তা বা অতিতৎপরতা? কেন তাদের এই অমানবিক মুখ? এই পুলিশই কিন্তু 'প্রণাম' এর মাধ্যমে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সেবা করে যাচ্ছে। আমরা তাদের এই মানবিক মুখই দেখতে চাই। আশাকরি তারা অস্থির সময়ের শিকার হবেন না। বন্ধু হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সময়টা অস্থির হলেও, বন্ধুগণ, আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করে শান্ত থাকবেন। ভালো থাকুন। প্রতিদিন ভালো থাকুন।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 987435919 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in